201-C3

SEM – II (Hons)

History of India (600 BC – 650 AD)

Date ___/___/______

মগধ সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের পটভূমি আলোচনা কর।

বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ এবং হিন্দু পুরান থেকে জানা যায় যে, খ্রী:পূ ষষ্ঠ শতকে উত্তর ভারতে কোন কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অস্তিত্ব ছিল না। উত্তর ভারতে এই সময় ছোট-বড় ষোলটি রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। এদের একত্রে ষোড়শ মহাজনপদ বলা হয়। ষোড়শ মহাজনপদের রাজ্যগুলি সর্বদা নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাদের শক্তি হ্রাস করত, এর মধ্যে দিয়েই ক্রমে অবন্তী, বৎস, কোশল ও মগধ – এই চারটি রাজ্য বা জনপদ বাকী জনপদগুলির চেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অবশেষে মগধকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতে এক বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয়। ড: হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেছেন যে, ইংল্যান্ডের ইতিহাসে ওয়েসেক্স ও জার্মানীর ইতিহাসে প্রাশিয়া যেরূপ ভূমিকা নিয়েছিল, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মগধ সেরূপ ভূমিকা গ্রহন করেছিল।

মগধের সাফল্যের কারন :- হর্যঙ্ক বংশীয় রাজা বিম্বিসারের সময় থেকে মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল পর্যন্ত সময়কালে মগধের উত্থান ও সাম্রাজ্যবাদের প্রসার ঘটেছিল। মগধের এই উত্থান কোন আকস্মিক ঘটনা ছিলনা। বিভিন্ন কারন একক ভাবে বা যুগ্মভাবে মগধের উত্থান বা সাম্রাজ্যবাদের সাফল্যে সহায়তা করেছিল। মগধের সাফল্যের কারনগুলি হল :

রাজবংশের ভূমিকা :- মগধে যে কটি রাজবংশ রাজত্ব করেছিল তাদের সবকটি সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। রাজবংশের পরিবর্তন ঘটলেও তার সাম্রাজ্যবাদী ও বৈদেশিক নীতিতে কোন পরিবর্তন ঘটেনি, প্রতিটি রাজবংশই উদ্ভবের সঙ্গে রাজ্যবিস্তারের কাজ চালিয়ে গেছে, হর্যঙ্ক বংশের বিম্বিসার ও অজাতশত্রু, শিশুনাগ বংশের শিশুনাগ ও কালাশোক বা কাকবর্ন, নন্দ বংশের মহাপদ্মনন্দ, মৌর্য বংশের চন্দ্রগুপ্তমৌর্য, অশোক প্রমুখ সম্রাটগন ধারাবাহিকভাবেই সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি অনুসরন করে গেছেন।

সুযোগ্য নেতৃত্ব :- মগধের বিভিন্ন সুযোগ্য শাসক ও তাঁদের সুযোগ্য নেতৃত্ব মগধের উত্থান ও সাম্রাজ্যবাদের সাফল্যের পথ প্রশস্ত করেছিল। এই সাফল্যে বিম্বিসার, অজাতশত্রু, শিশুনাগ, মহাপদ্মনন্দ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, অশোক প্রমুখ রাজন্যবর্গের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাদের দক্ষতা, সমর কুশলতা ও উদ্যম মগধের সাফল্যকে শিখরে নিয়ে যায়, তাছাড়া অজাতশত্রুর মন্ত্রী বাসসাকর, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য, অশোকের মন্ত্রী রাধাগুপ্ত প্রমুখ ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত কূটনীতিবিদ, তাদের বিচক্ষণতা ও দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত।

বৈদেশিক আক্রমন থেকে রক্ষা :- ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের রাজ্যগুলিতে বৈদেশিক অভিযানকারীরা খুব সহজেই আক্রমন

Scanned with CamScanner

চালাতে পারত। কিন্তু মগধের অবস্থান ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপদ্রুত অঞ্চল থেকে অনেক দূরে গাঙ্গেয় উপত্যকায়। বিদেশী আক্রমণকারীদের পক্ষে এতদূরে সফল আক্রমণ পরিচালনার কাজ সহজ ছিলনা। তাই বৈদেশিক আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদে মগধ তার আপন মহিমায় বিকশিত হতে পেরেছিল। আবার অন্যান্য বৈদেশিক শক্তিগুলি গাঙ্গেয় উপত্যকায় অভিযান চালাতে না পারায় এই অঞ্চলের অন্যান্য মহাজনপদগুলিতে মগধ তার প্রভুত্ব বিস্তার করতে পেরেছিল।

**ভৌগলিক অবস্থান :—** মগধের ভৌগলিক অবস্থান ছিল নিরাপদ ও সুরক্ষিত। মগধের প্রথম রাজধানী রাজগৃহ ছিল পাঁচটি পাহাড় দিয়ে ঘেরা। গঙ্গা, শোন ও গণ্ডক নদী দিয়ে ঘেরা পরবর্তী রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল যেন এক 'জলদুর্গ'। ফলে শত্রুদের পক্ষে নগরটি অধিকার করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। পাটলিপুত্র থেকে সহজেই গঙ্গার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়েছিল। মগধ রাজ্যটি গঙ্গা, শোন ও চম্পা নদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। পাহাড় ও নদী পরিবেষ্টিত মগধ নিরাপদ ভাবেই গড়ে উঠেছিল।

**উর্বর কৃষিজমি :—** মগধ ছিল একটি জনবহুল রাজ্য, তাই এখানে লোকবলের অভাব হয়নি। শূদ্র ও অনার্যদের দ্বারা মগধের বন অরণ্যগুলি পরিষ্কার করে কৃষিজমি উদ্ধার করা হয়, গঙ্গা এবং অন্যান্য নদী বিধৌত মগধের কৃষিজমি ছিল খুবই উর্বর। সেই উর্বর কৃষিজমিতে প্রচুর ফসল ফলত। ড: রোমিলা থাপার বলেছেন যে, মগধেই প্রথম একটি দৃঢ় অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে একটি সাম্রাজ্যের কাঠামো গঠনের সম্ভাবনা জন্মলাভ করেছিল। উদ্বৃত্ত ফসলের দ্বারা মগধের বিশাল সেনাবাহিনীর ভরণপোষণ সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া ফসল উৎপাদন বেশী হওয়ায় রাজকোষের আর্থিক সমৃদ্ধিও ঘটেছিল।

**অরণ্যসম্পদ :—** মগধে বিস্তীর্ণ বন অরণ্যে হাতি সহ অন্যান্য হিংস্র জন্তু বাস করত। শত্রু সেনার পক্ষে ঐ বন বিপদসঙ্কুল অরণ্য অতিক্রম করা সহজ ছিলনা। অন্যদিকে এই অরণ্য থেকেই মগধের সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় রণহস্তী সংগ্রহ করা হত।

**খনিজসম্পদ :—** মগধের লোহা ও তামার খনিগুলি আর্থিক ও সামরিক শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল। এই লোহা ও তামা কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণে ব্যবহার করা হত, যা কৃষিক্ষেত্রে সাফল্য এনে দেয়। তাছাড়া তামা ও লোহার থেকে অস্ত্র তৈরী করার ফলে মগধের অস্ত্রশক্তি ও আর্থিক সমৃদ্ধি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। কৌটিল্য বলেছেন যে মগধের লোহার খনিগুলি তার সামরিক শক্তির 'গর্ভগৃহ' ছিল।

Date ___/___/______

**বৈদেশিক বাণিজ্য :-** মগধের বৈদেশিক বাণিজ্যও ছিল সমৃদ্ধ। উত্তর ভারতের নদীগুলির উপর ক্রমে মগধের আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। ফলে নদীপথে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ও পণ্য পরিবহনে মগধের সুবিধা হয়েছিল। গঙ্গা, শোন ও চম্পা নদীপথে মগধের বণিকেরা দক্ষিণ ভারত, বঙ্গোপসাগর ও দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিত। স্থলপথেও কাশ্মীর, গান্ধার সহ উত্তর-পশ্চিম ভারত ও দূরদূরান্তের সঙ্গে এদের বাণিজ্য চলত।

**মিশ্র সংস্কৃতি :-** মগধের উত্থানে সেখানকার সমাজ ও সংস্কৃতিরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। মগধের পশ্চিমে ছিল আর্যদের বাস ও পূর্বে নিম্ন-গাঙ্গেয় অঞ্চলে ছিল অনার্যদের বসবাস, ফলে এখানে গড়ে ওঠে এক মিশ্র সংস্কৃতি। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের উদার রীতিনীতিও মগধের সমাজজীবনে প্রভাব ফেলেছিল। তাই আর্য মানসিকতা, অনার্য বাহুবল, ও ধর্মীয় উদারতার সমন্বয়ে মগধের অগ্রগতিতে এক দুরন্ত গতি সঞ্চারিত হয়েছিল।

**সামরিক শক্তি :-** মগধের প্রাকৃতিক সম্পদ, অধিক কৃষি উৎপাদন, রাজকোষের আর্থিক শক্তিবৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে মগধের শাসকরা এক বিরাট সেনাদল গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। অজাতশত্রুর সময়কালের 'মহাশিলাকণ্টক' ও 'রথমুষল' নামের হাতিয়ার যুদ্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নন্দদের এক বিশাল ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিল। যেখানে দুই লক্ষ পদাতিক, কুড়ি হাজার অশ্বারোহী, তিন হাজার রণহস্তী ও দুই হাজার রথ ছিল। মগধের এই সামরিক শক্তি সাম্রাজ্যবাদের প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

**মূল্যায়ন :-** মগধের উত্থান ও সাফল্যের জন্য বিভিন্ন কারণের উল্লেখ করা হলেও তা নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা মগধের উত্থান ও সাফল্যের জন্য প্রাকৃতিক কারণগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অন্যদিকে ড. এ.এল.ব্যাসাম, ড. রোমিলা থাপার প্রমুখ মগধের অর্থনৈতিক দিকগুলিকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। ড. ব্যাসাম বলেন গঙ্গার উপর আধিপত্য স্থাপনের ফলেই মগধ প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে দখলে আনতে পেরেছিল।

— o —

Scanned with CamScanner